

ভাই প্রদীপ,

আপনার [ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটির](#) জন্য ধন্যবাদ। আমার বইটা (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী) আপনি বাংলাদেশে গিয়ে দোকানে গিয়ে খুঁজেছেন, কিনেছেন আর পড়েছেন এটা জেনে খুবই ভাল লাগল। আমি আসলে দেশ থেকে দূরে আছি বেশ ক’বছর ধরেই (অবশ্যই শারীরিক ভাবে, মানসিক ভাবে নয় বুঝতেই পারছেন)। কাজেই বইটা কোন দোকানে পাওয়া যায়, আদৌ পাওয়া যায় কিনা - এগুলো খোঁজ নেওয়া এখান থেকে দুঃসাধ্য। যদিও এক বছরের মধ্যেই আমার বইয়ের প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়ে গেছে বলে শুনেছি, তারপরও দুর্মুখেরা বলে আমার বই নাকি কোথাও পাওয়া যায় না, আর গেলেও নাকি কেউ পড়ে না! আপনি নিজে থেকেই খুঁজে নিয়ে পড়েছেন জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। আমাদের প্রকাশক অঙ্কুর প্রকাশনী আগ্রহ দেখানোর কারণে মুক্তমনার পক্ষ থেকে শিগ্গিরি আরো দু-তিনটে বই প্রকাশ করার চিন্তা করছি। একটি হচ্ছে বিবর্তন তত্ত্বের উপর, দ্বিতীয়টি প্রাণের উৎস নিয়ে, এবং আরেকটি হচ্ছে মুক্তমনা লেখকদের প্রবন্ধ সংকলন, *স্বতন্ত্র ভাবনা*। আশা করব এ বইগুলিও আপনার এবং আপনার মত আরো শুভানুধ্যায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

মুক্তমনা লিখবার ক্ষেত্রে ‘হাইফেন’ নিয়ে যা বলেছেন তা যথার্থ। আসলে গোলমালটা বেধেছিল ওয়েব সাইট তৈরী করার সময়। *মুক্তমনা ডট কম* না করে *মুক্ত-মনা ডট কম* করাতেই হয়েছে যাবতীয় বিপত্তি। হাইফেনের সিদ্ধান্তবাদের ভুল মাঝে মধ্যেই কাঁধে চেপে বসে। আপনাদের মত পাঠকেরা যত এ ধরনের ভুল দেখিয়ে দেবেন ততই আমাদের জন্য মঙ্গল।

‘কি’ এবং ‘কী’ এর মধ্যে যেটা বলেছেন সেটাও আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে, যদিও এই পার্থক্য যত দিন যাচ্ছে ততই কমে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। দন্ত-ন এবং মূর্ধ-ণ এর ভুলগুলিও লজ্জাকর। যা হোক, আমি খুব তারাতাড়িই এগুলো শুধরে দেব। তবে ‘What is a Freethinker’ এ বাক্যটি নিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তা নিয়ে হয়ত আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। এখানে ‘মুক্তমনা’ বা ‘ফ্রিথিংকার’ শব্দটি বলতে কী বোঝানো হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ‘মুক্তমনার মানুষ’দের নিয়ে নয়। আপনি ‘ফ্রীডম ফ্রম রিলিজিয়ান ফাউন্ডেশন (FFrF)’ ওয়েব সাইটটা দেখতে পারেন। ওরাও কিন্তু আমাদের মতই ‘What is a Freethinker’ ব্যবহার করেছে Freethinker শব্দটি আলোচনার ক্ষেত্রে।

আমাদের মিশন স্টেটমেন্টগুলো আসলে অনেক আগে লেখা হয়েছিল, ওয়েব সাইট তৈরীর একে বারে প্রথম দিককার সময়। তখন বর্ণসফট সবেমাত্র বাজারে এসেছে, টাইপে আমার দক্ষতাও পুরোমাত্রায় আসেনি (আমি আসলে কখনই বাংলা টাইপিং এ অভ্যস্ত ছিলাম না, বর্ণসফট না তৈরী হলে হয়তো আমার ‘লেখক’ হওয়াই হত না কখনও)। বেশীরভাগ ভুলই

অদক্ষতাজনিত এবং অনিচ্ছাকৃত। অভিজিৎ তাই কখনও ‘অভিজৎ’ হয়ে গেছে কখনও বা ‘আভিজিৎ’। আশাকরি এগুলো আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

শেষে একটা প্রয়োজনীয় কথা বলি। মুক্তমনার সদস্যরা সবাই কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক। নিজেদের পেশাগত জীবনের বাইরে যেটুকু সময় পান তার কিছু অংশ মুক্তমনার জন্য ব্যয় করেন আগ্রহ এবং দায়বদ্ধতা থেকেই। আমাদের আসলে আরো অনেক সমমনা লোক প্রয়োজন। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো ঠিক মত আর্কাইভ করা দরকার। আবার পুরোন মিশন স্টেটমেন্ট এবং সাইটসংক্রান্ত লেখাগুলো টেলে নতুন করে সাজানো দরকার। নতুন লেখকদের জন্য আলাদা আলাদা পাতাও করা দরকার। কাজ আসলে অনেক। মাঝে মাঝেই মনে হয় বেগার খাটছি, এ যেন নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত। মাঝে মধ্যে সত্যই মনে হয় - কি দরকার এতো কিছু করার, বন্ধ করে দেই সব কিছু। কিন্তু পাঠকদের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বুঝতে পারি যে, এধরনের সাইটের প্রয়োজন আছে। আপনাদের মত যারা মুক্তমনার মিশনের সাথে সঙ্গতি প্রকাশ করেন, তারা যদি এগিয়ে আসেন, সামান্য সময় ব্যয় করে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করা জন্য, তবে খুব উপকৃত হই।

অভিজিৎ/অভিজৎ/আভিজৎ (নামে কিবা এসে যায়!)

২৮ মার্চ, ২০০৬